কলঙ্কিনী নদী

১

দোলার পেটটা কেমন যেনো ফুলে ঢোল হচ্ছে দিন দিন।

কি বিশ্রী ব্যাপার! ইদানীং, দোলাকে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়। আমার মনে হয় সারাদিন বাড়ীতে একা থেকে থেকে খায় শুধু মেয়েটা। খেয়ে খেয়ে তার ভুড়িটা বাড়ছে। গাল দুটো ও কেমন ফুলে তোজ হয়েছে। এই সেদিন ও, ষোলো বছর বয়সের ছিমছাম দেহের চমৎকার চেহারার, আমার এই একমাত্র ছোট বোনটিকে দেখে খুব ঈর্ষা হতো। অথচ, ইদানীং তাকে দেখলে আমার ভীষণ রাগ হয়।

আমি দোলার চেয়ে তিন বছরের বড়। দোলার সাথে আমার চেহারার খুব একটা মিল নেই। দোলার চেহারা ঠিক মায়ের মতো, আমি বাবার আদল পেয়েছি। বাবার আদল পাওয়া মেয়েদের চেহারা মায়াবী হয়। মায়াবী চেহারার মেয়েদের খুব কম ছেলেরাই পছন্দ করে। অধিকাংশ ছেলেরাই পছন্দ করে ভ্যাবদা ধরনের মেয়ে। আমি এই ভ্যাবদা শব্দটা ব্যাবহার করলে অনেকেই প্রশ্ন করে, ভ্যাবদা কি? একটা অর্থহীন শব্দ! অভিধানে নেই। আমি শব্দটা ব্যাবহার করি, ফর্সা মেয়েদের বেলায়, যাদের অন্য আর কোন গুণ নেই। ঐ ধরনের মেয়েদের প্রতি আমার কখনো ঈর্ষা হয় না। বরং, মায়া হয় ঐ সব ছেলেদের উপর, যারা ভ্যাবদা ধরনের মেয়েদের পছন্দ করে।

দোলার চেহারা মিষ্টি। শুধু মিষ্টি বললে ভুল হবে। ওর চেহারায় কি এক রহস্য লুকিয়ে আছে আমার জানা নেই। তাকে এক পলক দেখেই, যে কোন পুরুষের মনে ধরে যায়। অগ্রপশচাৎ না ভেবে, প্রেম নিবেদনের জন্যে, হন্যে হয়ে উঠে পরে লেগে যায়। তাই, দোলার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঈর্ষা। অথচ, চমৎকার এই মেয়েটার ভুড়ি বেড়ে, কি বিশ্রী অবস্হা হয়েছে!

দোলা বসার ঘরে, কার্পেট বিছানো মেঝেতে, পা ছড়িয়ে বসে টিভি দেখছে। টিভি দেখে খিল খিল করে হাসছে। অপ্রকৃতস্ত দোলার সরলতায় ভরা, এই হাসি মন্দ লাগেনা আমার। আমাদের এই মাতৃহীন পারিবারে অসহায় এই বোনটিকে আমার ঈর্ষা হলে ও, আমি তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। আমি বসার ঘরের পর্দাটা ধরে দাঁড়িয়ে, দোলাকে দেখছি।

মা জীবীত থাকাকালীন সময়ে, আমাদের বাড়ীতে কোনো টিভি ছিলোনা। মা মারা যাবার সময় আমার বয়স নয়, দোলার ছয়। বাবা কাজের ব্যাস্ততার মাঝে, আমাদের তেমন একটা সময় দিতে পারেনা। আমাদের দুবোনের নিঃসংগতার কথা ভেবে, এই টিভিটা কিনেছিলো, বাবা। অথচ, বাবাকে কখনো টিভি দেখতে দেখিনি। আর তাই টিভির প্রতি আমার ও কোনো আগ্রহ নেই। আমার কেনো যেনো মনে হয়, দোলা এই বাড়ীর সবার পক্ষ থেকে প্রতিণিধি হয়ে, টিভি কেনার খরচটা উসুল করছে কড়ায় গণ্ডায়। দোলাকে দেখে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছাড়লাম। তারপর, বসার ঘরটা পেরিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দু হাতে গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশের দিকে তাঁকিয়ে রইলাম অর্থহীন ভাবে।

সুপ্রিয় পাঠক পাঠিকা, দোলাকে অনেকে পাগল বলে। অনেক নির্বোধ পরিচিতরা, কুশলাদী জিজ্ঞাসা করার ছলে, সরাসরিই বলে ফেলে, তোমার পাগল বোনটা কেমন আছে? নির্বোধ বললাম এই কারনে যে, ঐ সব মানুষগুলো বুদ্ধির কোন চর্চা করে বলে আমার মনে হয়না। অথচ, এদের অনেকেই সমাজে নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে দাবী করে।

তোমার পাগল বোনটা কেমন আছে? অন্যেরা এ ধরনের প্রশ্নে কি করতো, আমার জানা নেই। তবে, আমি কখনো রাগ করি না। কারন, দোলা পাগল কিংবা পাগলী কোনটাই নয়। পাগলেরা পাগলামী করে, দোলা কখনো পাগলামী করে না। দোলার মাথায় কিছু সমস্যা আছে, এটা সত্যি। অন্য সব মানুষের মতো স্বাভাবিক যে সে নয়, তাও সত্যি। তবে, পাগলদের মতো বিপর্যস্ত্য কোন ব্যাপার সে কখনো করে না। স্কুলে, অন্য সব ছেলেমেয়েদের মতো পড়ালেখা, খেলাধুলা, কোনটাতেই তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি বলে, ক্লাস ফাইভে দু দু বছর থেকে, শিক্ষা জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে সে। চিকিৎসকেরা বলেন, মা মারা যাবার সখেই, মাথায় কিছু সমস্যা হয়েছে দোলার। বাংলা ছবির কাহিনীর মতো অনেক চিকিৎসক আবার বলেন, আর একটা বড় ধরনের সখ পেলে স্বাভাবিকতা ফিরেও আসতে পারে।

দোলার মাঝে অস্বাভাবিকতা বলতে, শুধু মাত্র সে কোন কিছুই মনে রাখতে পারেনা। এ ছাড়া অন্য কোন অস্বাভাবিক আচরণ তার মাঝে চোখে পরেনা। ঘরগোছালী আর রান্না বান্নার কাজে অসম্ভব পটু সে। নিখুতভাবে, অনেকটা রোবটের মতো নিয়ম আর সময় মাফিক ঘরগোছালীর কাজ করে দোলা। কথা সে কম বলে, তবে যা বলে, চমৎকার গুছিয়ে বলে। দোলার সাথে প্রথম পরিচিতির সংলাপে, কারোরই মনে হবে না যে, সে অপ্রকৃতস্ত।

দোলা অপ্রকৃতস্ত বলে, তার কোন কথা বলার সংগী নেই। বাবা তার মন্দের ভালো কারখানাটা নিয়ে ব্যাস্ত থাকে দিন রাত। ইন্যুভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর থেকে, আমিও খুব একটা সময় দিতে পারিনা। তা ছাড়া শাহেদ নামের ছেলেটার প্রেমে পরে ইদানীং, আমি কেমন যেনো স্বার্থপর ধরনের হয়ে গেছি। কোন একটা মনো বিজ্ঞান জাতীয় বইতে পরেছিলাম, নিসংগ থাকলে মেয়েদের নাকি ক্ষুধা লাগে বেশী। সময়ে অসময়ে খেতে ইচ্ছে করে। দোলার কি তাই হয়েছে নাকি!

রাতের খাবার সব সময়, দোলা আর আমি এক সংগে খাই। দোলাকে কখনো খুব বেশী খেতে দেখিনা। বরং, দোলার চাইতে আমার খাবারের পরিমাণটাই বেশী হয়। আমার কথা অবশ্য আলাদা। আমি দুপুরে, দোলার তৈরী করে দেয়া এক টুকরা স্যাণ্ডউইচ ছাড়া কিছুই খাইনা। কোন কোন বাড়ীতে বিকেলে, চা নাস্তার আয়োজন হয়।

আমাদের বাড়ীতে হয় না। প্রতিদিন চিটাগং শহর থেকে ইন্যুভার্সিটি যাতায়াতে প্রায় তিন ঘন্টা ট্রেন জার্নি করে, সত্যিই প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগে আমার।

রাত কত হবে কে জানে? মনের ভুল কিনা জানিনা, বসার ঘর থেকে টিভির কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছিনা। এতক্ষণের অনেকটা কোলাহলময় টিভির শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে কেমন যেনো নিস্তব্ধ হয়ে গেলো চারিদিক! এত তাড়াতাড়ি দোলার টিভি দেখা শেষ হবার কথা নয়। আমাদের বাড়ীতে বিটিভি ছাড়া অন্য কোন চ্যানেল নেই। দোলা প্রতিদিন এই বিটিভির অনুষ্ঠান গুলো, ভালো লাগুক আর না লাগুক, শেষ বিদায়ের যান্ত্রিক ঝি ঝি শব্দ আর দৃশ্যটি ভেসে না আসা পর্যন্ত্য টিভি বন্ধ করে না। আমার কেনো যেনো মনে হয়ে এই টিভিটা কোন কারনে বিকল হলে দোলা একটা বড় সখ পাবে। এই ধরনের সখে অবশ্য, রাতারাতি স্বাভাবিক একটা মানুষে পরিবর্তিত হবার আদৌ কোন স্বম্ভাবনা নেই। চিকিৎসকেরা কি বলেন? হলে কিন্তু, টিভিটা একবার ভেঙ্গে চেষ্টা করে দেখতাম।

আমি ভালো করে কান খাড়া করে শব্দ শুনতে চেষ্টা করলাম। টিভির কোন শব্দ সত্যিই শুনা যাচ্ছেনা। টিভির শব্দটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে, আমি কিছুটা অবাকই হলাম। আমি অনেকটা কৌতূহলী হয়ে, বারান্দা থেকে বসার ঘরের জানালার পর্দা খানিকটা সরিয়ে চুপি দিলাম ভেতরে।

আশচর্য্য, দোলা মেঝের উপর কেমন যেনো পাগলের মতো গড়াগড়ি করছে। আমি ছুটে ভেতরে গিয়ে, তার পাশে বসে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, দোলা তোমার কি শরীর খারাপ করেছে?

দোলা মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাঁকালো। আশচর্য্য, দোলার চোখে জল। সে থেকে থেকে, কেমন যেনো কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠছে।

আমি আবারও বললাম, দোলা তোমার কি হলো? এমন করছো কেনো তুমি?

দোলা বললো, খুব কষ্ট আপু!

আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, কষ্টটা কিসের?

দোলা শুধু পাগলের মতো গড়াগড়ি করছে। আমি সাংঘাতিক ভীত হয়ে পরলাম। বাড়ীতে শুধু আমি। বাবা বাড়ীতে ফেরে অনেক রাতে। বাবাকে যে একটা সংবাদ দেবো, সে ব্যাবস্হাও আমাদের নেই। দোলার হঠাৎ এই অবস্হা দেখে, আমি কেমন যেনো দিশেহারা হয়ে পরলাম।

আমার হঠাৎই মনে হলো, আমাদের বাড়ী থেকে তিন বাড়ীর পর, ফুড ইন্সপেকটরের বাড়ীতে টেলিফোন আছে। যদিও ভালো পরিচয় নেই, তারপরও উপায় নেই। টেলিফোন তো বিপদের সময়ের জন্যেই। আমি ঠিক করলাম, ইন্সপেকটরের বাড়ী থেকে বাবার কারখানায় একটা ফোন করবো।

আমি দোলাকে বললাম, দোলা, তুমি একটু ধৈর্য্য ধরো। আমি ইন্সপেকটর সাহেবের বাড়ী থেকে এক্ষুণি বাবাকে টেলিফোন করছি।

আমি একটু থেমে আবারও বললাম, হাসপাতালেও এম্বুলেন্স এর জন্যে টেলিফোন করবো। তুমি কিচ্ছু ভাববেনা। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিচ্ছু হয়নি তোমার।

দোলা শক্ত করে আমার হাত, তার দু হাতে ধরে ফেললো, তারপর অনেক কষ্ট করে উঠে বসার চেষ্টা করে, আর দশটা সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের মতো করে সে বললো, আপু, টেলিফোন করার সময় নেই। তুমি একটু পানি গরম দাও, আর আমার ঘরে খাটের নীচে পলিথিনের সীটটাও নিয়ে এসো।

দোলার কথাতে আমার ভয়টা, আরো অনেক গুন বেড়ে গেলো। আমার কেনো যেনো মনে হতে লাগলো, দোলা মরে যাচ্ছে। আমার চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি ঝরতে লাগলো।

মরে যাবার আগে মানুষ প্রলাপ বকে থাকে, শুনেছি। তা যে এতটা ভয়াবহ আমার জানা ছিলোনা। আমি কি করবো বুঝতে পারছিনা। আমার চোখের সামনে দোলা মারা যাচ্ছে! আমি দোলাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদতে লাগলাম।

দোলার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। সে ঠেলে সরিয়ে দিলো আমাকে, বললো, আপু, তোমাকে তো বললাম, গরম পানি আর পলিথিনের সীটটা নিয়ে আসতে! তুমি অমন করে কাঁদছো কেনো?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, ওসব দিয়ে কি হবে, দোলা?

দোলা তার দু হাত নিজের পেটের উপর চেপে রেখে বললো, বাবুকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করাবে নাকি?

আমি দোলার পেটের দিকে ভালো করে তাঁকিয়ে দেখিনি কখনো এ পর্য্যন্ত। এই মুহুর্তে ভালো করে দোলার পেটের দিকে তাঁকাতেই, রিতীমতো অবাক হলাম আমি। এতদিন, দোলার পেটটা দেখে, ভুড়ি ভেবে তো সাংঘাতিক ভুল করেছি আমি। দোলার তো ভুড়ি বাড়েনি, সে তো পোয়াতী মেয়ে!

আমি দোলার চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড়। এই উনিশ বছর বয়সে আমার নিজেরও, জীবন সম্পর্কে পুরোপুরি বুঝার মতো পরিপক্কতা আসেনি। অথচ, মুহুর্তেই ভাবমূর্তি বদলে গেলো আমার। আমি দোলার অভিবাবকের আসনটি দখল করে বললাম, দোলা তোমার এই সর্বনাশটা করলো কে?

দোলা আমার কথা মোটেও কানে তুললোনা। সে তার পরনের পাজামার গিট খুলতে খুলতে বললো, ঠাণ্ডা পানি হলে ঠাণ্ডা পানিই আনো, বড় বাউলে করে আনবে। বাবু চলে এসেছে!

দোলার কথা শুনে, আমার মাথার উপর বাজ নেমে পরলো। বাড়ীতে আমি একা। আমি কোন ডাক্তারও না নার্সও না। কুমারী একটি মেয়ে সন্তান প্রসব করতে চলেছে। সেই কুমারী মেয়েটি হলো আমার অতি আদরের ছোট বোন দোলা। আর যে সন্তানটি সে প্রসব করতে যাচ্ছে, তার পিতৃ পরিচয় আমার জানা নেই।

আমি লক্ষ্য করলাম, দোলা অসুরের মতো শক্তি প্রয়োগ করছে নিজের উপর, সন্তান প্রসবে। আমি আর দেরী করলামনা। ছুটে গেলাম গরম পানির আয়োজনে।

চলবে